

সোহিনী দাশগুপ্ত



সরাইকেল্লা

কে যেন হঠাৎ হারিয়ে গেছে আজ খবর পেলাম...
এদিকে লম্বা লম্বা গাছগুলোর তলায়

এখনো জমে রয়েছে রাগ
এখনো আলো আসেনি এ শহরে, জল নেই, ফ্যান নেই,
ওষুধের দোকানে ওষুধ নেই, একটা কন্ডোমের প্যাকেট,
তাও নেই...
নদী আছে একটা, নদীর ওপরে আছে একঘেয়ে ব্রীজ,
পাথরের ভাঁজে জমে থাকা জল
বাজার আছে, মন্দির আছে - শিবের, সূৰ্পনখার।

রাজার ভাঙা বাড়িতে নাগাড়া বেজে উঠল
এদেশের মেয়েরা চাঁদের প্রেমে পড়ে
এদেশের ছেলেরা নেচেই চলেছে ঘুরে ঘুরে
এখানে সাপেরা আড়াল খোঁজে,
জল খোঁজে,

ঘুমিয়ে পড়তে চায় বিশের থলি পাশে রেখে।



যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে থাকিনি কখনো
যার সঙ্গে থাকি তার পাশে শুইনি কোনদিন
ডুবে গিয়েছিলাম যে শরীরে
তাকে কি ভালবেসেছি একবারও?

আজ রাত্রি হাত রাখবে চাঁদের বুকে
আজ খড়কাই নদীতে ভেসে পড়বে একদল ধীবর
তারা ফিরবে কিষা ফিরবে না
আজ অব্যর্শই ঝড় হবে, হাওয়ার পাগলামি আর অদ্ভুৎ
অন্ধকারের ভেতর দেওয়ালের দিকে মুখ করে

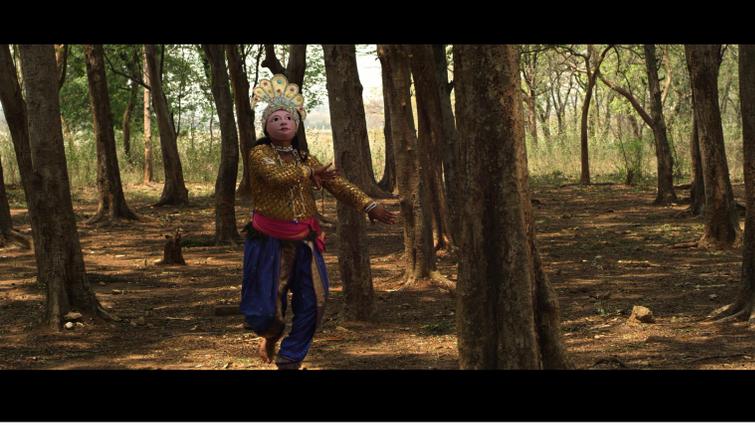
ঘুমিয়ে রইল সে সারা রাত।

যে রাস্তায় যাওয়ার কথা ছিল তার আগেই বাঁক নেয় গাড়ি

জঙ্গলের মধ্যে হা হা করে হেসে ওঠে কেউ

জমে যাওয়া সারান্ধা পাহাড়ে বাঘ ডাকে

খোঁপায় কৃষ্ণচূড়া পরে চলে যেতে যেতে
একবার ফিরে দেখবে কি ও?
দরকার আছে?



[সোহিনী দাশগুপ্তর সহযোগিতায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত সর্বশেষ তথ্যচিত্র নৃত্যশিল্পী গোপাল প্রসাদ দুবে কে নিয়ে। সেই তথ্যচিত্রের কিছু স্টিল এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অনুপ্রেরণায় সোহিনীর এই কবিতা।]



সোহিনী দাশগুপ্তর জন্ম কলকাতায়, ১৯৮০। স্কুল পাঠভবন, তারপর ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা আশুতোষ কলেজে। স্নাতকোত্তর পড়তে পড়তে সিটি ব্যাঙ্কে চাকরি নেওয়া, চাকরি ছাড়া ও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর সহকারী হয়ে সিনেমার উঠোনে পা রাখা। ওঁর একাধিক তথ্যচিত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সমাদৃত। সোহিনীর প্রথম ফিচার 'ছোটমোটো বাতেন' বহু প্রশংসিত। সিনেমার বাইরে কবিতা ও নৃত্য সোহিনীর অন্য দুই ভালোবাসা। দুজন সমমনস্ক বন্ধুর সঙ্গে একটি সংস্থা নির্মাণ করেন – 'চক্র'। উদ্দেশ্য শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো ও এ ধরনের প্রয়াসে ইন্ধন যোগানো।